১১-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পড়াশোনায় গাফিলতি কোরো না । অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজেদের থলে (ঝোলী) ভরতে থাকো , বিনাশী ধনের পেছনে এই অবিনাশী কামাইকে হাতছাড়া করো না"

প্রশ্ন - যে বাচ্চারা বাবার মত দয়ালু হয় , তাদের কিভাবে চিহ্নিত করা হবে?

*উত্তর - তারা জ্ঞানের নেশায় মগ্ন থাকবে , তারা জ্ঞান রত্নকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে অন্যদেরও জ্ঞানের ইনজেকশন লাগাতে থাকবে ,আর সবাইকে আসুরী মত থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করবে ।

২) বাবা যা শোনান, সেসব নোট করবে আর সকাল সকাল উঠে সেসবের ওপর বিচার সাগর মন্থন করে সবসময়ই হর্ষিত থাকবে* ।

গীত --: আমাদের তীর্থ আলাদা (ন্যায়ারা) .....

ওম্ শান্তি । শিব জয়ন্তী কবে হয় বা পরমপিতা পরমাত্মা শিব কবে অবতরিত হন , এইসব ভারতবাসী জানে না । তোমরা বাচ্চারাও নম্বর ভিত্তিতে পুরুষার্থ অনুসারে জানো যে শিব কবে অবতার গ্রহন করেছেন । গাওয়া তো হয় রাতে অবতার নিয়েছেন । কিন্তু কোন্ রাতে ? সেটা কোনো কমন দিনরাত নাকি সেই রাত কোনো বিশেষ কোনও রাত হয় ? এসব ভারতবাসীরা কিছুই জানে না । শিবের বদলে তারা কৃষ্ণের জন্ম রাত্রি বারোটার সময় রেখে দিয়েছে । শিবকে মানে সবাই কিন্তু তিনি কখন জন্ম গ্রহন করেন, এটা জানে না । শিবের অবতরণের দিন সবার জন্য বড় থেকে বড় দিন হয় কারণ তিনি হলেন সর্বের সদ্গতি দাতা । যখন সবার ওপরে দুঃখ আসে তখন তারা চেঁচাতে থাকে ও পতিতপাবন আসুন । ও গড ফাদার দয়া করো । পোপও বলেন হে গড ফাদার এই মানুষদের ওপর দয়া করুন । এরা একে অপরকে মারার জন্য তৈরী হয়ে যায় । কারোর কথা শোনেও না । তাদের ঈশ্বরীয় মত দাও । বাড়ির কেউ যখন খারাপ পথে চলে যায়, তখন বলা হয় ঈশ্বর এদের সুমতি দাও, কারণ তারা আসুরী মতে চলছে । ভগবান কে , এটাই জানে না । বলে দেয় ভগবান নিরাকার আর সর্বব্যাপী । তারপর তো আর কোনো কথা দাঁড়াতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা কিভাবে সাধারণ ব্রহ্মার তনে অবতার নেন । ব্রহ্মা কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছেন, এটা ভারতবাসী জানে না ।দাদার(ব্রহ্মা বাবা) চিত্র দেখে কনফিউজড হয়ে যায় । তারা বোঝে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে জন্ম নিয়েছেন । এবার নাভি থেকে জন্ম তো কারোর হয় না , বিষ্ণু কোথাকার অধিবাসী কারোর বায়োগ্রাফী সম্বন্ধে কিছুই জানে না । বিষ্ণু কি কখনও ব্রহ্মার দ্বারা সব বেদের সার শুনিয়েছিলেন? ব্রহ্মার হাতে বেদ দেওয়া হয়েছে । এটাও ঠিক নয় । বাবা বোঝাচ্ছেন এক তো দেহী অভিমানী হয়ে এখানে বসতে হবে । আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে এই কান দিয়ে শুনছি । কিন্তু বাচ্চারা মুহূর্তে মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছে । আমাদের আত্মাদের সাথে পরমপিতা পরমাত্মা বার্তালাপ করছেন । যিনি সবার সদ্গতি দাতা , জ্ঞানের সাগর, তিনিই বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন । এইসব তোমাদের ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে বসে না , এইজন্য সম্মান করে না । যদি নিশ্চয় থাকতো যে ভগবান পড়ান তাহলে এইসব পড়াকে এক সেকেন্ডও ছাড়ত না । এই পড়া আধা পৌনে ঘন্টা চলে । বাবা বলেন শুধু আমাকে স্মরণ

করো । এই একটা কথা কখনও ভুলো না । বাকী তো সব বিস্তারিত ভাবে থাকে । বাবা বোঝাচ্ছেন এই যে বেদ পড়া, দান পুণ্য করা ..... এতোদিন যা কিছু করেছ , সবকিছু ড্রামায় তৈরী আছে । অর্দ্ধেক সময় জ্ঞান আর অর্দ্ধেক সময় ভক্তি । ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত । এই কমন দিনরাত তো জানোয়ারও জানে , কিন্তু এই ব্রহ্মার দিনরাত তো বড় বড় বিদ্বানরাও জানে না ।

বাচ্চারা তোমাদের তো গৃহস্থে থেকে ব্যবসা ইত্যাদি করে অবশ্যই পড়াশোনাও করতে হবে , এতে গাফিলতি চলবে না । বাবা জানে অমুকে অমুকে গাফিলতি করে । রোজ পড়াশোনা করে না । তাহলে তো ফেল করে যাবে বা কম পদ পাবে কারণ তারা বিনাশী ধনের লোভী । অবিনাশী জ্ঞান রত্নের কোনো সম্মান নেই । এইসব তো তোমরা বাচ্চারাই জানো । সাথে এই অবিনাশী রত্নও চলবে । যারা অনেক পয়সা (ধন) একত্রিত করে, তাদের পেছনে গভর্নমেন্ট পড়ে আছে । যেমন মানুষের মৃত্যু আসে , তো হলুদ হয়ে যায় । সেরকম গভর্নমেন্টের অফিসাররা যখন ধরতে আসে তখনও হলুদ হয়ে যায় । দেখো দুনিয়ার অবস্থা কি হয়েছে, আমরা বোঝাই যে বাচ্চারা সময় এখন খুবই অল্প । এই মৃত্যুলোককে নরক বলা হয় । বলাও হয় – আমরা পতিত, তারপরও নিজের মতে চলতে থাকে । কনফারেন্স করতে হবে যে শান্তি কিভাবে সম্ভব? ধর্মের লোকেরা একে অপরের সাথে লড়াই কোরো না । এক ক্রিশ্চান ধর্মের লোকই নিজের ধর্মের লোকের সাথে লড়াই করছে । এবার তাদের মানুষরা কিভাবে শান্ত করতে পারে । একদমই অনাথ । ঋষি মুনিরাও বলে আমরা রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানে না । বাবা বলেন তোমরা নিজের ধনীকে জানো না । মালিককে যখন মানো তখন তাকে জানা দরকার, না ! ভগবান, ঈশ্বর, গড এইসব ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয় । বাস্তবে তো তিনি আমাদের বাবা (ফাদার) , তাই না! আমাদের রচয়িতা আর আমরা ওঁনার সন্তান । বাবা মা আর বাচ্চারা । আমরা তো হলাম ঈশ্বরীয় পরিবার । মাতা পিতার কাছ থেকে অবশ্যই অধিকার পাওয়া দরকার । আমরা পরমপিতা পরমাত্মার পরিবারের । বাবাকে সর্বব্যাপী বললে পরিবার হবে না । মালিক রচয়িতার পরিবারের আমরা । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও বাবা এরকমই অধিকার দিয়েছিলেন । না শুধু আমাদের কিন্তু সবাইকেই দেন । আমাদের জীবন মুক্তি দেন আর বাকি সবাইকে মুক্তি দেন । কত সহজ না! এতে তো অনেক খুশী হওয়া দরকার । কিন্তু অহো মম মায়া , এখান থেকে বাইরে গেলেই সব ভুলিয়ে দেয় । বাবাকেই ভুলে যাওয়া হয় । এখন তোমরা বাবার হয়েছো, তুমিই জানো শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা এডপ্ট (দত্তক) নিয়েছেন । এরকম নয় যে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়েছে । এই চিত্র রাখা উচিত । (গান্ধীর নাভি থেকে নেহেরু) কিন্তু বিষ্ণুর নাভি থেকে এতো বড় ব্রহ্মা কিভাবে বেরোবে । তারপর ব্রহ্মা বসে বেদের জ্ঞান শোনায় , সেটাও কোথায় ? সেটা কি সূক্ষ্ম বতনে? কিছুই বুদ্ধিতে থাকে না । যাদের বাবার কাছ থেকে অধিকার (বর্সা) নেওয়ার আছে , তারা তো এইসব কথা ভালো করে বুঝতে পারে , বাকি সবাই বলে কল্পনা । এবার বাচ্চারা তো মানে সত্যিই বাবা সত্য কথা শোনান । এবার তোমাদের ব্রাহ্মণদের গিয়ে সবাইকে সত্যিকারের গীতা শোনাতে হবে । সবাই একরকম বোঝাতে পারবে না । সেকারণে নম্বর ভিত্তিতে রাজধানী তৈরী হচ্ছে । সবাই একরকম পড়াশোনা করতে পারে না । ধারনা করে তার উপর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । শুনলাম, নোট করলাম তারপর সেটাকে নিয়ে চিন্তা করতে হয় । আজ বাবা কি শোনালেন । সকালে উঠে ধ্যান দেওয়া দরকার । তোমাদের সবার ওপরে মায়া (তরস) আসা উচিত । বাবার আজ্ঞা হলো নিজেদের রচনা বাচ্চাদেরও বোঝাও । পুরুষ নিজের সুখের জন্য রচনা রচিত করে । বেহদের বাবা কখনও নিজে সুখ ভোগ করে না । তিনি

বলেন বাচ্চাদের জন্য পুরো পরিশ্রম করি । তাই যখন ধারণা হয় , তখন নেশা হয় ,আর তখনই কাউকে ইনজেকশন লাগাতে পারো । বাবার মত দয়ালু হতে হবে । আসুরী মত থেকে সবাইকে ছাড়াতে হবে । কত কঠিন শত্রুতা রাম আর রাবণের । এটা হলো রাবণ রাজ্য , ওটা হলো রাম রাজ্য । মানুষ তো কিছুই জানে না যে কে পাবন তৈরী করে আর পতিত কে বানায় । বাবা কত ভালো ভাবে বোঝাচ্ছেন । বোঝানোর জন্যই এই চিত্র তৈরী করা হয়েছে । পুরো বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী বাবাই বোঝাচ্ছেন । এইসব চিত্রে অনেক ভালো লেখা আছে । এবার তোমরা বাচ্চারা জানো নিরাকার গড ফাদার পুরো বিশ্বের ধর্মীয় রাজনৈতিক হিস্ট্রি জিওগ্রাফী বসে বোঝাচ্ছেন । শোনে অনেক কিন্তু বোঝে না কিছুই । বাস্তবে এই চিত্র হয় অন্ধের সামনে আয়না । ঝাড় আর ড্রামা সেটা তো একেবারেই পরিস্কার । বাবা এটা বুঝিয়ে তৈরি করেছেন । এই সময়ে সবাই অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত । তোমরা বাচ্চারা রুহানী যাত্রায় নিয়ে যাচ্ছো । রুহানী রাহী (পথিক) বানানোর জন্য কত জ্ঞান দিতে হবে । বুদ্ধি স্বচ্ছ দরকার । এই পুরোনো দুনিয়া থেকে একদম উপরাম । এটাও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, যেখানে নিজেদের জড় পদার্থের স্মৃতি আছে, সেখানেই এসে বসা হয়েছে । এইসব জড় পদার্থ, ওটা চৈতন্য । বড়ই গুপ্ত রহস্য । যেমন আমরা গুপ্ত, সেরকম মন্দির স্মৃতিও গুপ্ত । যারা মন্দির তৈরী করে তারা কিছুই জানে না । বাবা তোমাদের সবকিছু বোঝাচ্ছেন । প্রদর্শনীতে কথা গুলি খুব ভালো হওয়া উচিত । তোমাদের অনেক ভালো করে বোঝাতে হবে । মানুষও চিনতে হবে । বড় বড় লোকেরা আসে , কেউ খুব ভালো করে বোঝে আবার কেউ বলে দেয় সময় কোথায় আবার কেউ বলে কাল এসে বুঝবো । বাবা বলে দেন তোমরা কখনওই আসবে না । বড়ই মুশকিল । তোমরা জানো আমরা দেবতা তৈরী হচ্ছি । আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি । আমরা রাজ্য করবো । কিন্তু এইসব নিজের মনে দেখতে হয় । আমরা রাজা-রাণী হবো না দাস-দাসী না প্রজা । মধুবনে এসে এরকম নেশা চড়িয়ে যাও যেটা সদাকালের জন্য থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

(বিশেষ কনফারেন্স অথবা সেবার জন্য অব্যক্ত বাপদাদার ইশারা)

সেবার প্ল্যান তো অনেক ভালো তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু প্লেন বুদ্ধি হয়ে প্ল্যানকে প্র্যাক্টিকলে আনতে হবে । সেবা যদি করো তাহলে জ্ঞানকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করো । শুধু শান্তি, শান্তি তো বিশ্বেও সবাই চাইছে । অশান্তিতে শান্তি মিশ্রিত করে দেওয়া হয় । বাইরে থেকে তো সবাই এই নাড়া লাগাচ্ছে যে শান্তি হোক । অশান্ত আত্মারাও শান্তির ধ্বনি দিচ্ছে । শান্তি তো দরকার কিন্তু যখন নিজের স্টেজে প্রোগ্রাম করো তো তখন নিজের অথোরিটিতে বলো । বায়ুমণ্ডল দেখে নয় । সেটা তো অনেকদিন ধরে করেছো আর সেটা ঐ সময় প্রমাণে ঠিকই ছিল । কিন্তু এবার যখন ভূমি (ধরনী) তৈরী হয়ে গেছে তখন জ্ঞানের বীজ বপন করতে শুরু করো । সেরকম টপিক তৈরী করো । তোমরা টপিক এইজন্য পরিবর্তন (change) করো , যাতে দুনিয়ার লোকেরা ইন্টারেস্ট দেখায় । কিন্তু আসেও তারাই । কত মেলা , কত কনফারেন্স , কত সেমিনার ইত্যাদি করা হয়েছে । এতোদিন লোকেদের মত করে টপিক্স বানানো হয়েছে । কিন্তু আর কতদিন গুপ্ত বেষে থাকবে । এবার তো প্রত্যক্ষ হয়ে যাও । ঐসব সময় অনুসারে যা হবার তাই তো

হয়েছেই, কিন্তু এখন নিজের স্টেজে পরমাত্ম বাম (মলম) তো লাগাও । তাদের মাথা তো এবার ঘুরুক যে এরা কি বলে ! নইলে তো শুধু বলতেই থাকবে যে খুব ভালো লাগলো কথা শুনে । তাহলে ভালো, ভালোই থাকে আর সেটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায় । কিছু শোরগোলের সাথে (হলচল মচানা) সাথে কাজ তো শুরু করো । প্রত্যেকের তো নিজের অধিকার আছে । পয়েন্টসও দাও , সেটাও অথোরিটি আর স্নেহের সাথে দাও, কেউ কিছু করতে পারবে না । এমনি তো অনেক জায়গাতেই ভালো করে মানে যে ইনি নিজের কথা স্পষ্ট করে বলতে অনেক শক্তিশালী । ঢং কেমন হবে সেটাও তো দেখতে হবে । কিন্তু শুধু মাত্র অথোরিটি নয় , স্নেহ আর অথোরিটি দুটোই সাথে সাথে দরকার । বাপদাদা সর্বদা বলেন যে তীরও লাগাও আর সাথে সাথে মালিশও করো । সম্মানও ভালো করে দাও কিন্তু নিজের সত্যতাকেও সিদ্ধ করো । ভগবানুবাচ বলো তো ! নিজের কিছু থোড়াই বলো । যারা রাগ করবার তারা চিত্র দেখেও রেগে যায় , তখন কি করো । চিত্র তো দেখাও না ,তাই না! সাকার রূপে কনফিডেন্টলি অথোরিটির সাথে কারোর সামনে কিছু বললে তার প্রভাব কি দেখেছো ! কখনও মতের অমিল হয়েছে কি ? এরকম পদ্ধতি (style) ভাষণের জন্যও শেখো, না ! জ্ঞানের রীতি কিভাবে বলা উচিত - স্টাডি করেছো না ! এবার আবার স্টাডি করো । দুনিয়ার হিসাবে নিজেকে বদলেছো, ভাষা পরিবর্তন করেছো তো, তাহলে যখন দুনিয়ার রূপে পরিবর্তন করতে পেরেছো, তাহলে সেখানে যথার্থ রূপে করতে কেন পারবে না । কতদিন এইভাবে চলবে ? এতে তো খুশী যে যারা বলে খুব ভালো । কিন্তু দুনিয়ায় এটা তো প্রসিদ্ধ হোক যে "এই হলো যথার্থ জ্ঞান " যার ফলেই গতি - সদ্গতি হবে । জ্ঞান ছাড়া গতি সদ্গতি হয় না । এখন দেখো অনেকে যোগ শিবিরে যাচ্ছে । বাইরে গিয়ে আবার সেই কথা বলবে যে পরমাত্মা হন সর্বব্যাপী । এখানে তো তারা বলে যোগ অনেক ভালো লাগলো, কিন্তু ফাউন্ডেশন বদলায় না । তোমাদের শক্তির প্রভাবে পরিবর্তন হয়ে যায় । কিন্তু নিজেরা শক্তিশালী তৈরী হয় না । যেটা হয়েছে, সেটাও প্রয়োজন ছিল । যে ভূমি (ধরনী) অনুর্বর হয়ে গেছিল সেই ভূমিতে লাঙল (হল) চালিয়ে যোগ্য ভূমি তৈরী করার এই সাধনই যথার্থ ছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো শক্তিরা নিজের শক্তি স্বরূপেও আসবে ,তাইনা! স্নেহের রূপে এসো । কিন্তু এই শক্তিরা, এদের এক একটি বোল হৃদয়কে পরিবর্তন করার নিমিত্ত হবে , বুদ্ধি পরিবর্তন হবে , না থেকে হ্যাঁ হবে - এই রূপই প্রত্যক্ষ হবে , তাই না ! এবার সেটাকে প্রত্যক্ষ করো । ঐসবের প্ল্যান তৈরী করো । তারা আসে খুশী হয়ে যায় । তারা যাদের এতো আরাম, এতো স্নেহ সম্মান পাবে তাহলে অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে । এরকম ভালোবাসা বা স্নেহ তো কোথাও পায় না এই কারণে সন্তুষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু শক্তি স্বরূপ তৈরী হয় না । ব্রহ্মা বাবার সেবার যোজনা দেখো ,তো কি কি যোজনা তোমরা প্র্যাক্টিকলে করেছো , ব্রহ্মা বাবা বলছিলেন যে সব প্রদর্শনীতে প্রশ্নবোধক জবাব রাখো । তার মধ্যে কোন কোন কথা ছিল । তীরের মতো লাগতো কিনা । ফর্ম ভরতেও বলা হতো । এটা ঠিক না ভুল, হ্যাঁ বা না লেখো । ফর্ম ভরাতো কিনা । তাহলে কি যোজনা ছিল? এক হলো এরকম ভরাতে হবে । তাড়াতাড়িতে ঠিক ভুল করে দেবে , তাই বুঝিয়ে ভরাও । তখন সেই অনুসারে যথার্থ ফর্ম ভরবে । সিদ্ধ তো করতেই হবে, নয়কি । সেসব একে অপরের সাথে বসে প্ল্যান তৈরী করো । যাতে অথোরিটিও থাকে আর স্নেহও থাকে । সম্মানও থাকে আর সত্যতাও প্রসিদ্ধ হোক । এমনিই কারোর ইনসাল্ট (অপমান) থোড়াই করা হবে । এটাও লক্ষ্য যে আমাদেরই ব্র্যাঞ্চেস আছে । ছোটদের স্নেহ দেওয়া, এটা তো পরম্পরাই আছে । আচ্ছা --

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) এই পুরোনো দুনিয়া থেকে উপরাম থাকতে হবে । স্বচ্ছ বুদ্ধিধারী হয়ে জ্ঞান ধারণ করে অন্যদের ধারন করাতে হবে । নিজেদের মধ্যে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে ।

২) বাবার মতো দয়ালু হয়ে সবাইকে আসুরিক মত থেকে ছাড়াতে হবে ।

বরদান --: প্রত্যক্ষতা আর প্রতিজ্ঞার ব্যালেন্স দ্বারা সবাইকে বাবার ব্লেসিং (blessing) প্রাপ্ত করাতে বিজয়ী রত্ন ভব !

প্রত্যক্ষতার নাগাড়া (বাজনা, kettle drum) বাজানোর জন্য দৃঢ়তা সম্পন্ন প্রতিজ্ঞা করো । প্রতিজ্ঞা করা মানে প্রাণের বাজী লাগানো । প্রাণ (জান) চলে যাক্ কিন্তু প্রতিজ্ঞা যেন অটুট থাকে । দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যারা করে তারা কোনো পরিস্থিতিতে হার খেতে পারে না , তারা গলার হার অর্থাৎ বিজয়ী রত্ন তৈরী হয় । যখন এরকম প্রতিজ্ঞা করবে তখন প্রত্যক্ষতা হবে । প্রত্যক্ষতা আর প্রতিজ্ঞা -- এই দুটোর ব্যালেন্সই সকল আত্মাদের বাপদাদা দ্বারা ব্লেসিং প্রাপ্ত করাবার নিমিত্ত হয় ।

স্লোগান --: লভলীন স্থিতির অনুভব করো তাহলে স্মৃতি বিস্মৃতির যুদ্ধে সময় ব্যায় না।